“সবাই মিলে করব জোট, অর্জন করব সামাজিক মূল্যবোধ”

অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা

“সামাজিক সম্প্রীতি”

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)

সহযোগিতায়:

একশনএইড বাংলাদেশ

প্রকাশনায়ঃ

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
জোড়দরগাহ, নীলফামারী।

প্রকাশকালঃ
ডিসেম্বর ২০১৮ ইং

সম্পাদনায়ঃ
নির্মল রায়
প্রকল্প সমন্বয়কারী
একশন ফর ইম্প্যাক্ট (A4I) প্রকল্প
উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
চিলাহাটি, ডোমার, নীলফামারী।

সংকলনেঃ
আব্দুর রউফ
প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেটর
উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
জোড়দরগাহ, নীলফামারী।

সহ-সম্পাদনায়ঃ
আমিনুল ইসলাম
নাজমুল হুদা

অর্থায়নেঃ
একশন ফর ইম্প্যাক্ট (A4I) প্রকল্প
একশনএইড বাংলাদেশ

অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণা

"সামাজিক সম্প্রীতির"

"সবাই মিলে করব জোট, অর্জন করব সামাজিক মূল্যবোধ"(এনিমেটর)

সময়কালঃ ২২ অক্টোবর'২০১৮ থেকে ২৭ নভেম্বর'২০১৮
অংশগ্রহণমূলক কর্মগবেষণার এলাকাঃ নীলফামারী জেলা ডোমার উপজেলা ভোগডাবুড়ী ও বামুনিয়া ইউনিয়ন।
অংশগ্রহণকারী সংখ্যাঃ ১০০ জন যুবক ও যুব নারী।

গবেষণায় সহায়ক/এনিমেটর সংখ্যাঃ ২ জন নারী ও ২ জন পুরুষ মোট ৪ জন।
পটভূমি চিলাহাটিঃ চিলাহাটি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার উত্তরে ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন একটি পল্লী এলাকা, যার উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার হলদি বাড়ী শহর, ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ী, কেতকিবাড়ী, গোমনাতী, বামুনিয়া, জোড়াবাড়ী এলাকা এবং পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সাবেক সিটমহলসহ চিলাহাটি ইউনিয়নের পূর্ব অংশ নিয়ে চিলাহাটি বলে পরিচিত। সমতল কৃষি ভূমিকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা, এখানকার প্রায় সবাই কৃষক। দেশ ভাগের সময় এখানকার হিন্দু সামন্ত জমিদারগণ তাদের জমিদারী ভারতীয় অংশে বসবাসরত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামীয় মুসলিম জোতদার পরিবারের সাথে জমিদারের সম্পত্তি খন্ড-খন্ড করে বিনিময় করে ভারতে চলে যান। পরবর্তিতে জমিদারী প্রথার বিলোপ হলেও এখানকার কৃষক ভূমি হারিয়ে ভূমি দাসে পরিনত হয়। এখানকার ৯০% ভূমির মালিক ১০% জোতদার পরিবার আর ৬০ % প্রান্তিক কৃষক পরিবার ১০% জমির মালিক এবং ৩০% পরিবার ভূমিহীন। এখানে সম্পদের বৈষ্যমের পাশাপাশি সমাজে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট। এখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষি মজুর, ফসল লগানো শেষে ফসল তোলার আগে কৃষি মজুরের হাতে কোন কাজ থাকে না ফলে সেই সময়টায় খাদ্যের চরম সংকট দেখা দেয়, স্থানীয় ভাষায় যা মঙ্গা বলে পরিচিত ছিল। বিগত এক দশকে সরকারী বে-সরকারী নানা উদ্যোগ, কৃষির বহুমূখী করন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মঙ্গার প্রকোপ কিছুটা কমে গেছে। এখানকার কৃষি মজুররা পরিবার পরিজন রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে এখন শ্রম বিক্রি করে আয় করছে। এখানকার বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবি মানুষ পরিবার পরিজন রেখে জেলার বাইরে যেয়ে গার্মেন্টস শিল্পসহ কৃষি মজুরী, রিক্সা চালনা, রাজ মিস্ত্রী ও ইট ভাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ফলে সমাজিক ও সংস্কৃতিতে নানা ধরনের বৈচিত্র এসেছে, পরিবর্তিত হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক।

ভূমিকাঃ নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় ইউএসএস একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ২০০৭-২০১৭ পর্যন্ত ১০ বছরব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণে সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধির মাধ্যমে মঙ্গা মেকাবেলা ও দারিদ্র বিমোচন (ক্যাম্পাস) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এখানে ১ জুলাই ২০১৮ থেকে এ্যাকশন ফর ইম্প্যাক্ট (A4I) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো যুব নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে যুব বান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল জনসেবা নিশ্চিত করনে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কারণ বিগত সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ নানা কারণে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে ব্যাপকভাবে। তাই যুব নেতৃত্ব বিকাশে এ বিষয়টি ভালভাবে বোঝা ও তা নিরশনে উদ্যোগ গ্রহণ সময়োপযোগী চাহিদা। তারই প্রেক্ষিতে প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ২টি ইউনিয়ন কেতকীবাড়ী ও বামুনিয়ায় ৪টি কমিউনিটি গ্রুপের ১০০ জন যুবক ও যুব নারীর অংশগ্রহণে দেশ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ে ধারণার গভীরতা অর্জনে কর্ম-গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত এ গবেষণায় সামাজিক সম্প্রীতি, তার উৎস, বিনষ্টের কারণ, উত্তরণের উপায়সহ নানা দিকের বিশ্লেষণ ও আলোকপাত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ Participatory Action Research (PAR) অংশগ্রহণমুলক কর্মগবেষণা, এটি একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যা ও সমস্যার কারণ এবং তার পিছনের কারণ অনুসন্ধ্যানের মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে সকলের অংশগ্রহণে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

শুরুতে যুব সংগঠনের অগ্রগামী ও উজ্জীবিত যুবদের মধ্য থেকে ২ জন যুব পুরুষ ও ২ জন যুব নারীকে গণগবেষণায় সহায়কের দায়িত্ব পালনের জন্য এনিমেটর হিসেবে মনোনীত করে গণগবেষণা ও সেশন পরিচালনা পদ্বতি বিষয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। এনিমেটররা দুই দলে ভাগ হয়ে প্রতি দল দুটি করে গ্রুপে সহায়তা করে। কমিউনিটিতে গণগবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সবার সুবিধা জনক একজনের বাড়ীর উঠানে প্রতি দলে সাপ্তাহের ৩ দিন দুই ঘন্টা করে সেশন পরিচালনা করেন।এতে মোট ৫০ জন যুবক পুরুষ ও ৫০ জন যুব নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। একজন এনিমেটর প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান

এবং অপর এনিমেটর আলোচনার ধারা-বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। সকলের অংশগ্রহণ ও যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে মূল কারণ অনুসন্ধান ও তা থেকে উত্তোরণের উপায় ও করনীয় নির্ধারনের নিরন্তর চেষ্টার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ অত্ম-অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেন এবং সমস্যা সমাধানে উজ্জীবিত হয়ে উঠেন। গবেষণায় প্রাপ্ত ধারা বিবরনীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

উত্থাপিত প্রশ্ন -সম্প্রীতি বলতে আমরা কি বুঝি? দীর্ঘ আলোচনা শেষে সম্মিলিত মতামত:সম+প্রীতি= সম্প্রীতি, সম অর্থ সমান এবং প্রীতি অর্থ ভালো, সৎভাব, সম্প্রীতি বলতে যা বুঝায়:-সহযোগিতা, ঐক্যবদ্ধ, ঐক্য, একতা, সমন্বয়, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য, সম-অধিকার, সমান অংশগ্রহণ, সহ-মর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একসাথে থাকা।

সামাজিক সম্প্রীতি কি?

● সমাজে সবাই মিলে মিশে থাকা, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না,

● সমাজের কোন মানুষ কারো দ্বারা বৈষম্যের শিকার হবে না।

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ সমাজে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করছে।

● সামাজিক সম্প্রীতি মানে সমাজে মিলেমিশে বসবাস করা। সকল পেশার মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা। প্রতিবন্ধিদের প্রতি সৎ আচরণ ও সেবার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। সবার ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার থাকা। লিঙ্গ সমতা থাকা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সকলের মত প্রকাশের সুযোগ থাকা। অর্থনৈতিক সমতা থাকা। রাজনৈতিক সম-অধিকার থাকা। সুতরাং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করাই সামাজিক সম্প্রীতি।

অংশগ্রহণকারী লিপি রায় বলেন “দুর্গাপূজার সময় লোকজন একমতে থাকে না, এতে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় মারামারি ঝগড়া বিবাদ দেখা যায়।”

সামাজিক সম্প্রীতি কেন প্রয়োজন?

● সামাজিক সম্প্রীতি পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

● অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দারিদ্রতা নিরসনের জন্য সম্প্রীতি প্রয়োজন।

● শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সম্প্রীতি প্রয়োজন।

● গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য রাজনৈতিক সম্প্রীতি দরকার।

● সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে সভ্যজাতি হিসেবে নিজেদের বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার

জন্য সম্প্রীতি প্রয়োজন।

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রশ্ন ছিল, কোন কোন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে আমরা আভ্যন্তরীণ সম্প্রীতি দেখতে পাই? যুবদের নিকট প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

- শ্রমিকদের মাধ্যে
- আইনজীবিদের মধ্যে
- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে
- রাজনৈতিক দলে
- ধনী-ধনী মিল
- গরীবে-গরীবে
- ব্যবসায়ীদের মধ্যে
- পরিবারের মধ্যে
- ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে
- প্রশাসন ও সরকারী চাকুরীজীদের মধ্যে
- সংঙ্গীতে, সাংস্কৃতিতে, খেলার মাঠে।

আমরা যে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে সম্প্রীতি দেখতে পাই তার মূল ভিত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রশ্ন উঠে কেন শ্রমিকদের মধ্যে সম্প্রীতি রয়েছে? কোন কারণে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে? আলোচনায় আসে, তাদের ন্যায্য বেতন/মজুরী আদায় চেষ্টা, সরকার বা মালিকের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়, নির্যাতন হয়রানী বন্ধ করা জন্য। শ্রমিকদের মধ্যে কাজের সম্পর্ক বা পেশার মিল রয়েছে। সবার মতামত এক সাথে করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে। ১. শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি সবাই পেশাগত কারনে বা শ্রেণী স্বার্থের কারণে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে। ২. রাজনৈতিক মতাদর্শ, ক্ষমতা, নির্বাচন, নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে স্ব-রাজনৈতিক দলের ভিতরে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে। ৩. ধর্মীয় মূল্যবোধ, স্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে স্ব-ধর্মীয় সম্প্রতি গড়ে উঠে। ৪. বৈবাহিক বন্ধন, রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও পারিবারিক বন্ধন এবং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে পারিবার ভিত্তিক সম্প্রীতি বিদ্যমান। ৫.ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

- ***আমাদের দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির ভিত্তি কি?***
- স্ব-ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, নিয়মনীতির পালনের পদ্ধতি।
- ধর্মীয় বিশ্বাস
- মতাদর্শগত মিল

- পোশাক পরিচ্ছেদে মিল
- ভাষাগত মিল
- পেশা গত

পরিবারের সম্প্রীতি ভিত্তি কি? ঃ

- রক্তের সম্পর্ক
- আত্মীয়তা
- বৈবাহিক সুত্র
- জন্ম সূত্রে
- অংশীদায়িত্বে
- বিশ্বাস
- পারিবারিক বন্ধন

রাজনৈতিক দলের ভিতরে সম্প্রীতির ভিত্তি কি?

- দলীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য
- দলীয় আদর্শ
- নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস
- ক্ষমতা/ নিবার্চন
- ভালোবাসা
- বিভিন্ন স্বার্থ

সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট হয় কেন? দলিয় আলোচনায় যে সকল মতামত আসে তা নিম্নরূপঃ

আর্থিক লেনদেনে সম্প্রীতি নষ্ট হয়।

ভাই ভাই ও বোনের মধ্যে পিতার সম্পদ ভাগাভাগি কমবেশি হলে ।

ব্যবসার প্রতিযোগিতার কারণে সম্প্রীতি থাকে না।

বেকারত্বের কারনে

মজুরী কম বা ন্যায্য মজুরী না দেওয়ায়	***ব্যক্তি স্বার্থ***
অন্যের ধর্মের প্রতি সহনশীলতা না থাকা।	
নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা।	
সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা (জাত, পাত বর্ণ ভেদ করা)	
ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোড়ামীর কারণে	

ক্ষমতা বা সম্পদের লোভ	***ধর্মীয় কারণ***
ধর্মকে ভালভাবে বুঝতে না পারা	
স্ব-ধর্মের জ্ঞান কম থাকা	
সাধারণ জ্ঞানের অভাব থাকা	
তথ্য জানা এবং উপলব্ধি করতে না পারা	
সামগ্রীক ক্ষেত্রে সহনশীলতা না থাকা।	
রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকার কারনে ।	***রাজনৈতিক কারণ***
নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা	
আইনের অপব্যবহারের কারনে	
দুর্নীতির কারনে	
সেবাদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য	
দায়িত্বহীনতার কারণে	
অন্ধ প্রতিযোগিতার কারণে	
নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করা	
প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার	
মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া	
নারী পুরুষ বৈষম্যের কারণে	***রাজনৈতিক কারণ***
একজনের ক্ষেত অন্য জন নষ্ট করলে	
স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মিল না থাকলে	
একে অন্যর প্রতি হিংসা করলে	
সন্তানদের নিয়ে	
মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সম্প্রীতি নষ্ট হয়।	
বহুবিবাহের ফলে সম্প্রীতি নষ্ট হয়।	
যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির কারণে সম্প্রীতি থাকে না।	

বার বার কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায়	*সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পারিবারিক বিবাদ*
বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ায়	
প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে	
বন্ধা বা সন্তান না হওয়ার কারণে	
বৃদ্ধদের অবহেলার কারণে	
গালিগালাজ করার ফলে সম্প্রীতি নষ্ট হয়।	
প্রতিবন্ধীদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা।	
প্রেমের কারনে	
মাদকাশক্তির কারনে সম্প্রীতি থাকে না।	

'মানুষের মধ্যে বিভাজনের উপাদান- ধর্ম, রাজনীতি, ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

আমরা কী দেখে ধর্মীয় সম্প্রীতি বুঝতে পারি?

- ***সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষায় আমাদের করণীয় গুলো কী?***
- ধর্মের প্রতি বৈষম্য না করা।
- সকলে মিলে মিশে বসবাস করা
- সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক তৈরী করা
- মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ না থাকা
- সবার প্রতি দায়িত্বশীল থাকা
- সকল পেশার মানুষকে সমান মর্যদা করা
- একে অপরের প্রতি সহানুভূতি করা।
- নিজের ভুল স্বীকার করার মানষিকতা তৈরী করা।
- সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা
- সবাইকে কথা বলার সুযোগ দেয়া
- মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এর খারাপ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা। বর্তমান সমাজে শ্রদ্ধাবোধ নাই বললেই চলে। প্রায় দেখা যায় যুবরা চোখের সামনে একজন বৃদ্ধ লোক এবং মুরব্বি দেখা হলে সম্মান করতে চায় না।
- সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি গড়ে তোলা, আদি সমাজে কোন লিখিত আইন ছিল না। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি ছিল নৈতিকতার ভিত্তি।
- সমাজের শান্তি সু-শৃঙ্খল করতে হলে বা সামাজিক সম্প্রীতি সুন্দর করতে হলে দক্ষ মানুষ বা মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে।

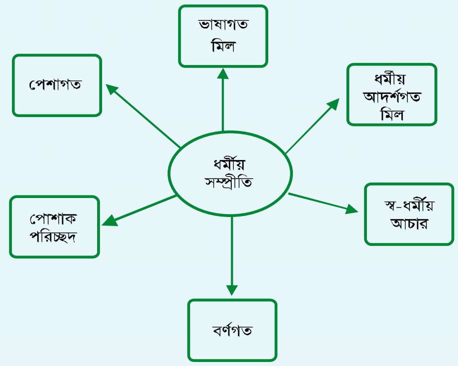

● গবেষণা চলমান রাখতে হবে, উঠান বৈঠক ও সচেতনা মূলক নাটক গান ও সাংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানবিক মুল্যবোধ জাগাতে হবে।

● সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে সকলেই মতামত দেন,সমাজের সকল মানুষকে অবশ্যই মিলেমিশে থাকতে হবে সমাজে ধর্ম নিয়ে বাড়াবারী করা যাবে না। নিজ নিজ ধর্ম নিজ নিজ পালন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। এক গ্রামে বা এক সমাজের মধ্যে অনেক জাতির মানুষ বসবাস করতে পারে, তাই বলে অন্যের ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। সমাজের সকল মানুষকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সমাজের মানুষকে অবশ্যই সচেতনতা মূলক বৈশ্বিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, তবেই সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে নানা ধরনের রাজনৈতিক দল আছে। এক দলের সদস্য আর এক দলের সাথে মিশে না, এতে প্রতিহিংসার জন্ম নেয় এই হিংসার কারনে মানুষ পশুত্ব ডেকে আনে। দলীয় কোন্দল যুদ্ধে রূপনেয় আর এই যুদ্ধে কত মানুষের কত ক্ষতি হয় যা কল্পনাও করা যায় না, এ এক সর্বনাশা খেলা যার অবসান হতে পারে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে। সুস্থ্য সহযোগিতা সমাজ বন্ধনের মূলসূত্র। আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে বড়। মানুষের মাঝে জাতি বর্ণ ও গোত্রের কোন ভেদাভেদ নেই। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র চেহেরার অমিল ছাড়া অর্ন্তজগতের মাঝে আর কোন অমিল নেই।

● নারী অংশগ্রহণকারীদের অভিমত হলো সমাজে গায়ের রং কালো ফর্সা নিয়ে অনেক সমস্যা। গায়ের রং কালো বলে মেয়েদের যৌতুক বেশি এবং তাদের শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতিত হয়। ফর্সা মেয়েদের সবাই ভালোবাসে এবং এদের যৌতুক কম লাগে। কাজের ক্ষেত্রেও কালো ফর্সার বিভেদ দেখা যায়। আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে, কারণ রং বর্ণ হাতের তৈরী নয়। সব ভুলে গিয়ে সবার প্রতি সহনশীল হতে হবে।

দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়।

● সামাজিক সম্প্রীতি দৃঢ় করতে হলে আবেগে তাড়িত না হয়ে মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাকে জাগ্রত করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে, সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলার জন্য দক্ষ জ্ঞানী মানুষ হতে হবে।

জ্ঞানী হওয়ায় জন্য অবশ্যই প্রথমে তাকে বেশী বেশী তথ্য জানতে হবে। প্রশিক্ষণ বা পড়া লেখার সুযোগ থাকতে হবে।

● রুবি আক্তারের মতে দক্ষতা জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে পারে একটি সমাজের সামাজিক সম্প্রীতি। কথায় আছে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান, তাই জ্ঞান ছাড়া কোন ভালো পরিবেশ সৃষ্টি হতে

পারে না। মানুষের মাঝে জ্ঞান বা বিবেক থাকলে সে তার মূল্যবান জ্ঞান দিয়ে ফিরে আনতে পারে, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য মানুষের জ্ঞানশক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন।

● সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আমাদের সমাজে যৌতুক প্রথার বিলোপ ঘটতে হবে যৌতুকের কারনে আমাদের সমাজে দ্বন্দ মারামারি সৃষ্টি হয়। এ কারনে ও সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। যৌতুক প্রথার বিলোপ ঘটাতে আইনের কাঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

● কু-সংস্কার থাকায় সমাজের মানুষ মেয়েদের লেখাপড়া সুযোগ দেয় না, মেয়ে হলে সবাই খুশি হয় না, এতে আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দেখা দেয়। সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন আছে এ কারনে আমাদের সামাজিক সম্প্রীতির নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সংসার ভাঙ্গে যাচ্ছে। তাদের সংসারের যে ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে মানুষ করতে পারেনা। তখন তারা এই সমাজে বখাটে হয়ে থাকে। আমাদের বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক করতে হবে।

● আমাদের সমাজে ধনী গরিবের বৈষম্য আছে, বড় বা ধনীরা গরীবদের মুল্যায়ন করে না কারন তারা মনে করে যে, আমি অনেক জমির মালিক কিন্তু এই স্থানীয় কৃষক মজুরা যদি পরিশ্রম না করে, তাহলে কিভাবে এই ফসল ফলাবে তারা এই চিন্তা ধারনা করেনা। ধনীদের মাঝে অহংকার ও হিংসা বোধ কাজ করে, এই মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ সমাজে মিলেমিশে বা সামাজিক সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করা যাতে কোন প্রকার সামাজিক দ্বন্দ সৃষ্টি না হয় এবং একে অপরের মতামতের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়।

● জুই বলেন, "আমাদের সম্প্রীতি থাকতে গেলে ধর্ম ভুলে গিয়ে বলতে হবে আমরা সবাই মানুষ"

● ডা: আ: রহমান বলেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

● বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে দল গঠন করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য চর্চা করতে হবে। সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যুবদের দিয়ে পথনাটক করা যায়।

● আজাদুল হক: তথ্যগত কোন ডকুমেন্ট প্রদর্শন করা।

● প্রচারের জন্য বিলবোর্ড লাগানো।

● সামাজিক নিরীক্ষা করা।

● তথ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ করা।

● পেশাভিত্তিক দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

● জুঁই: আমাদের মধ্যে কোন না কোন কারণে সম্প্রীতি নাই। যদি আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে তাহলে আমরা অনেক কঠিন কাজ সহজে করতে পারব এবং দেশ ও জাতি এগিয়ে যেতে পারবে।

● ইতি: আমরা সবাইকে শ্রদ্ধা করবো এবং আমাদের দেশের উন্নয় কাজ করতে সকলের সহযোগিতা পাব, ফলে কঠিন কাজ সহজে করতে পারব।

● আজাদুল হক: একশনএইড এর সহযোগিতায় ইউএসএস তোমাদের সাথে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক মাস ব্যাপী যে গণগবেষণা করেছেন তার ফলাফল আজকে আলোচিত হলো। তোমারা যে সম্প্রীতি বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছ তা আমার কাছে ভালো লাগলো। আমি মনে করি মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে এবং দেশে দেশে সম্প্রীতি না থাকলে বিশ্ব এগিয়ে যেতে পারবে না। সম্প্রীতি না থাকলে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় যা মানব সভ্যতার জন্য বড় হুমকি। সবাইকে সাথে নিয়ে সবাই মিলে সামাকিজ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সবার জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলি।

● নাজমুল হোসেন:-যদি সম্প্রতি না থাকলে বিশ্বের কোন দেশ ভাল থাকতে পারবেনা। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান, মিয়ানমার, সিরিয়া ইসরাইলে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চলছে, মিয়ানমার থেকে শুধু মুসলমান না বৌদ্ধরাও বাংলাদেশে চলে আসছে, তাই সম্প্রীতি থাকতে হবে।

● নির্মল রায়ঃ আজকে যুবরা যেভাবে ভাবছে, কাজ করছে তাহলেই হবে "সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আগামী দিনের রাজনীতি"। আজ যারা দলে কাজ করেছে যদি কোন ডকুমেন্ট থাকে তা হলে তাদের নাম থাকবে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা নিজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে জাগাতে হবে, তা হলেই আজকের যুবরাই আগামী দিনের রাজনীতিতে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

উপসংহারঃ হাজার বছর ধরে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ এই ভূখণ্ডে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশের সুমহান ঐতিহ্য। বাংলাদেশের পরিচিতি মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে। তবে কখনো কখনো তার ব্যতায় ঘটেছে তখন যখনই মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছু উগ্র মতের মানুষ রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এখানে আবহমানকাল ধরে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টি পাহাড়ী, সমতলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক একত্রে আন্তরিকতা আর সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করে আসছে। কোন ধর্মই কখনও কোন ধরনের সহিংসতা, হানাহানি ও অন্যায় কর্মকান্ড সমর্থন করে না, 'ধর্মের বিভাজন নয়, ধর্মের সহাবস্থানের কথাই তুলে ধরা হয়েছে সব ধর্মে। তবে এ দেশে সম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক জঙ্গী গোষ্ঠির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্ধ, ধর্ম ব্যবসায়ীদের নানা তৎপরতা দেখা গেছে।

গণ-গবেষণার মাধ্যমে যুবদের মাঝে দেশ জাতি, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নে সম্প্রীতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কের ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে যুবদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। দেশের শান্তি ও সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধন পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় যুবরাই মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

গবেষণায় সহায়তাকারী এ্যানিমেটদের নামের তালিকাঃ

১। আব্দুল আজিজ রিপন
২। বাবলী রানী
৩। ইমরানা আক্তার ইতি
৪। জিয়ারুল ইসলাম

একশন এইড বাংলাদেশ
উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
"জন বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা গড়ার লক্ষ্যে গণশুনানী"
একশন ফর ইম্প্যাক্ট (এফরআই) প্রকল্প।
প্রধান অতিথি : জনাব আব্দুর রাজ্জাক বসুনিয়া, উপজেলা চেয়ারম্যান, ডোমার, নীলফামারী

জাতীয় জরুরী সেবা ঃ

জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ (টোল ফ্রি)

তথ্য সেবা ঃ

সরকারি বিভিন্ন তথ্য পেতে কল করুন ৩৩৩ (টোল ফ্রি)

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কল করুন ১০৯ (টোল ফ্রি)

চাইল্ড হেল্প লাইন ঃ

চাইল্ড হেল্ড লাইন ১০৯৮ (টোল ফ্রি)

জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা ঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা পেতে কল করুন ১০৪ (চার্জ প্রযোজ্য)

দূর্যোগের আগাম বার্তা পেতে ঃ

দূর্যোগের আগাম বার্তা পেতে কল করুন ১০৯৪১ (টোল ফ্রি)

ইউনিয়ন পরিষদ হেল্প লাইন ঃ

ইউনিয়ন পরিষদ হেল্ড লাইন ১৬২৫৬ (চার্জ প্রযোজ্য)

দূর্নীতি দমন কমিশন ঃ

দূর্নীতি দমন কমিশন হেল্প লাইন ১০৬ (টোল ফ্রি)

সরকারি আইন সেবা ঃ

সরকারি আইন সেবা পেতে কল করুন ১৬৪৩০ (টোল ফ্রি)

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ঃ

জরুরি স্বাস্থ্য সেবা পেতে কল করুন ১৬২৬৩

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)

জোড়দরগা, নীলফামারী।

মোবাইলঃ ০১৭১২-৮৭৮৩০০

website: uss.nilphamaribd.org